আলমডাঙ্গায় ছেলের বউয়ের হাতে শাশুড়ি হত্যার অভিযোগ

আলমডাঙ্গার আঁইলহাস ইউনিয়নের বাগুন্দা গ্রামে ভানু বেগম (৫৫) নামের এক মহিলার রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছে। মৃতের ঘটনায় ছেলের বউ শিমা খাতুনের হাত থাকতে পারে এ সন্দেহে পুলিশ লাশ ময়না তদন্তের জন্য মর্গে পাঠিয়েছে।
নিহত ভানু বেগম আইলহাঁস ইউনিয়নের বাগুন্দা গ্রামের মৃত গঞ্জের ফকিরের স্ত্রী। সুস্থ্য মানুষ রাতে খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়ার পর বিছানায় সকালে তাঁর মৃত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়।
প্রতিবেশীরা জানান, নিহতের ছেলে জামাল ফকির কিছুদিন যাবৎ পাবনাতে অবস্থান করছে। এই সুযোগে শিমা খাতুন তার শাশুড়িকে ঠিকমত দেখভাল করতো না। তাকে সব সময় মানসিকভাবে নির্যাতন চালাতো। গত রাতেও সে শাশুড়ির সাথে খারাপ আচরণ করে। রাতে সুস্থ’◌্য ভানু বেগম ঘুমানোর পর সকালে প্রথমে শিমা খাতুনই শাশুড়ির মৃত্যুর খরব প্রতিবেশীদের জানায়। এতে প্রতিবেশীসহ ভানু বেগমের আত্মীয়স্বজনের মধ্যে তীব্র সন্দেহ দেখা দেয়।
খবর পেয়ে ভানু বেগমের ভাই আসাদুল ইসলাম আশা বোনের বাড়িতে এসে কিভাবে তার বোন মারা গেল জানতে চাইলে শিমা খাতুন লাঠি দিয়ে তার মাথায় আঘাত করে। এ ঘটনায়ও সবার মাঝে শিমা খাতুনকে নিয়ে সন্দেহ বাড়তে থাকে। শিমা খাতুনই তাঁর শাশুড়িকে রাতের যে কোন সময় হত্যা করতে পারে এমন অভিযোগ উঠতে থাকে।
সংবাদ পেয়ে আলমডাঙ্গা থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। নিহতের ঘটনায় সন্দেহ দেখা দেওয়ায় পুলিশ ময়না তদন্তের জন্য লাশ মর্গে পাঠানোর সিন্ধান্ত নেয়।
থানার অফিসার ইনচার্জ আলমঙ্গীর কবির জানান, লাশ ময়না তদন্তের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। তদন্তের রির্পোট হাতে এলে পরবর্তী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচিত কমিটির শপথ গ্রহণ

আলমডাঙ্গায় সদ্যসাপ্ত বণিক সমিতি নির্বাচনে নির্বাচিত সদস্যদের শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল মঙ্গলবার রাত ৭ টায় বণিক সমিতির কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়। এ সময় নতুন-পুরাতন কমিটির সকল সদস্য ও সুধীজন উপস্থিত ছিলেন। একই অনুষ্ঠানে শপথ গ্রহণের পরপর নির্বাচিতদের কাছে আনুষ্ঠানিকভাবে পরবর্তী ৩ বছরের জন্য দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়।
বণিক সমিতির সাবেক সভাপতি আলহাজ সমশের আলী মল্লিকের সভাপতিত্বে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সমিতির নির্ধারিত প্রধান নির্বাচন কমিশনার সাবেক ব্যাংকার সিরাজুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন সমিতির সাবেক সভাপতি আলহাজ রফিক উদ্দিন মিয়া, সাবেক সাধারণ সম্পাদক রবিউল ইসলাম পকু, সাবেক সভাপতি আলহাজ মকবুল হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আলহাজ মীর শফিকুল ইসলাম। এছাড়া অনুষ্ঠানে নবনির্বাচিত সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন ও সাধারণ সম্পাদক কামাল হোসেন বক্তব্য রাখেন।
অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন নির্বাচনে দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রিজাইডিং অফিসার হারদী এমএস জোহা কলেজের প্রভাষক ফারুক আহম্মেদ।

আলমডাঙ্গার হারদীর আলোচিত সবুর হত্যার রহস্য উন্মোচিত, অবশেষে বাদিই হচ্ছেন আসামী

আলমডাঙ্গার হারদী গ্রামের যুবক আলোচিত সবুর হত্যার রহস্য দেড় বছর পর উন্মোচিত হয়েছে। এই হত্যা মামলার অন্যতম আসামী জামাল উদ্দিন বিজ্ঞ আদালতে জবানবন্দী দিয়ে হত্যা রহস্যের জট খুলতে সহায়তা করেছে। এতে মূল পরিকল্পনাকারী মামলার বাদি হত্যাকান্ডের শিকার সবুরের স্ত্রী সালমার দিকে ইঙ্গিত রয়েছে বলে জানা গেছে।

জানা গেছে, ২০১৯ সালের ২২ জুন রাতে নিজ শয়ন কক্ষে সবুরকে গুলি করে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। স্ত্রী সালমা পাশের ঘরে থাকলেও ঘাতকরা সবুরকে হত্যা করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায়। এ ঘটনায় সালমা বাদি হয়ে থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করেন। এরপর একের পর এক মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা পরিবর্তন হতে থাকে। কিছুতেই হত্যা রহস্যের জট খোলে না।

এ সময় তদন্তের ভার পান থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান। তিনি দীর্ঘদিন ধরে মামলার মূল রহস্যে ডুবে থেকে তদন্ত করতে থাকেন। অতি গোপনে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে আসেন দুই আসামীকে। এরপরই চমকপ্রদভাবে এই আলোচিত হত্যা মামলার জট খুলতে সক্ষম হন তিনি।

তদন্তকারী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান জানান, শুক্রবার রাতে থানার এসআই সুফল বিশ্বাস ও কনস্টেবল শাহারিয়ার হোসাইন রফিককে সাথে নিয়ে হারদীর গাংপাড়া থেকে কাতব আলীর ছেলে বোমারু জামাল ও একই পাড়ার মেছের আলীর ছেলে কাবের আলীকে গ্রেফতার করা হয়। শনিবারে বোমারু জামাল এই হত্যাকান্ডে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে বিজ্ঞ আদালতে জবানবন্দী দেয়।

সূত্রে জানা গেছে, এক জবানবন্দিতেই আলোচিত সবুর হত্যার রহস্য উন্মোচিত হয়ে পড়ে। মামলার বাদি সবুরের স্ত্রী সালমার অবস্থানও পরিবর্তন হয়ে যায়। তিনি মামলার বাদি থেকে আসামী হতে এখন মাত্র সময়ের ব্যাপার।

সূত্র জানায়, বিয়ের পর থেকেই সবুরের সাথে তার স্ত্রী সালমার সম্পর্ক কখনই ভাল ছিল না। সবুর একেক সময় একেক ব্যবসা করতেন,তিনি রাজনীতির সাথেও জড়িত ছিলেন। আবার কখনও ঢাকায় গিয়ে কোম্পানীতে চাকরী করতেন। কিন্ত তার স্ত্রী সালমা পল্লী বিদ্যূৎ অফিসে চাকরী করতেন। দুজনের দাম্পত্য জীবন এতটাই খারাপ ছিল যে দুজন দুই ঘরে রাত কাটাতেন। সালমা দীর্ঘদিন ধরে সবুরের সাথে ঘুমুতেন না। স্বামীকে তিনি এড়িয়ে চলতেন। এ নিয়ে দুজনের মধ্যে কলহ দেখা দিত।

সূত্র আরও জানায়, সবুরের সাথে গ্রামের কয়েকজনের ব্যবসায়ীক দ্বন্দ্বও ছিল। এক সময় সবুরের ব্যবসার পার্টনাররা ও স্ত্রী সালমা গোপনে এক হয়ে যায়। সবুরকে হত্যার পরিকল্পনা চলতে থাকে। পরিকল্পনায় যোগ করা হয় সালমার ব্যক্তিগত ভ্যান চালক হারদী গ্রামের রিবন শেখের ছেলে কিরন শেখকে। এই পরিকল্পনায় নিজেকে যুক্ত করে মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার কুমারডাঙ্গার আরেক ঘাতক জহির

উদ্দিনের ছেলে সফিউদ্দিন।

সূত্র জানায়, হত্যাকান্ডের দিন সালমার ব্যক্তিগত ভ্যান চালক কিরন সন্ধ্যার পর সবুরকে ডেকে মাঠের ভেতর নিয়ে যায়। সবুর কিরনকে বিশ্বাস করেই মৃত্যুর দুয়ারে গিয়ে হাজির হন। ঘটনাস্থলে আগে থেকেই ঘাতকরা উপস্থিত ছিল। সবুরকে নিয়ে যাওয়ার পর তারা সবাই মিলে বিভিন্ন নেশাদ্রব্য গ্রহন করতে থাকে। তারা কৌশলে সবুরকে নানা ধরনের নেশাদ্রব্য খাইয়ে তাকে অচেতন করে ফেলে। এরপর রাত গভীর হলে তারা ধরাধরি করে সবুরকে তার বাড়িতে শয়ন কক্ষে নিয়ে আসে। এ সময় আগে থেকে ওই ঘরেই একটি শার্টারগান রাখা ছিল। সেই শার্টারগান দিয়ে সবুরের মাথায় গুলি চালিয়ে হত্যা করে নির্বিঘ্নে পালিয়ে যায় ঘাতকরা। ঘাতকরা পালিয়ে গেলে সবুরের স্ত্রী সালমা প্রতিবেশীদের ডাকাডাকি করে বাড়িতে জড়ো করেন।

জানা গেছে, সবুর হত্যাকান্ডের পর থেকে প্রতিবেশীদের কড়া কৌতুহল ছিল তার স্ত্রী সালমাকে নিয়ে। কিন্ত সালমাই ওই হত্যাকান্ডের বাদি হয়ে মামলা দায়ের করেন। চলতে থাকে তদন্ত। তদন্তকারী কর্মকর্তাও পাল্টাতে থাকে। সবুর হত্যার রহস্যের জট খুলতে চ্য়া না। এরপর তদন্তের দায়িত্ব পান থানার ওসি (তদন্ত) মাসুদুর রহমান। তিনি দীর্ঘীদন ধরে তদন্ত চালিয়ে গত বৃহস্পতিবারে সালমার ব্যক্তিগত ভ্যানচালক কিরন ও গাংনীর কুমারডাঙ্গার সফিউদ্দিনকে গ্রেফতার করে জিজ্ঞাসাবাদ করেন। এরপর শুক্রবার রাতে হারদী গ্রাম থেকে জামাল ও কাবেরকে গ্রেফতার করে আদালতে পাঠান। এর মধ্যে বোমারু জামাল বিজ্ঞ আদালতে জবানবন্দী দেয়।

তদন্তকারী কর্মকর্তা মাসুদুর রহমান জানান, মামলার ক্লু বের করা সম্ভব হয়েছে। আরও কিছু জানার বাকি আছে। খুব অল্প সময়ের ভেতরে জড়িত সবাইকে আইনের আওতায় আনা হবে।

আলমডাঙ্গায় মেয়র প্রার্থীর

নির্বাচনী সভা

আসন্ন আলমডাঙ্গা পৌরসভা নির্বাচনে মেয়র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী কলেজপাড়া-মাদ্রাসাপাড়ার ভোটারদের সাথে নির্বাচনী মতবিনিময় সভা করেছেন।

গতকাল শুক্রবার রাত ৮ টায় পাড়ার ফাইভ স্টার মাঠে এ সভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে দুই পাড়ার বিপুল সংখ্যক ভোটার উপস্থিত ছিলেন।
মেয়র প্রার্থী বীর মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী বলেন, তিনি ৯৩ সাল থেকে ৯৯ সাল পর্যন্ত মেয়র হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

পৌরসভায় যেসব রাস্তাঘাট রয়েছে তার সবগুলোই তার সময়ে করা। ২১ বছর দায়িত্বে আসা দুই মেয়র নতুন করে আর কিছুই করেননি। তার সময়ে বছরে পৌরসভায় আয় হত ৩০ লক্ষ টাকা। এখন আয় হয় ১০ কোটি টাকা। তারপরও পৌরসভার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের ১৪ মাস ধরে বেতন দিতে পারেননা মেয়ররা।

এত টাকা যায় কোথায় প্রশ্ন রেখে তিনি বলেন, তার সময়ে অল্প টাকায় তিনি শহরের সব রাস্তা করেছেন। গুরুত্বপূর্ন বাইপাস সড়ক, জিকে ক্যানেলে অনেকগুলো স্নানঘাট, টার্মিনাল এলাকায় পৌরভবনের জন্য জমি ক্রয় সবই তিনি করেছেন। এখন হয় লুটপাট। যে যখনই ক্ষমতায় এসেছেন তিনিই পৌরসভাকে উজাড় করে লুটপাট করেছেন।

তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে বলেন, আপনারা সচেতন হোন, লুটেরাদের ক্ষমতায় যেতে ভোট দিবেননা। একজন কাজ পাগল মানুষকে আপনারা ভোট দিবেন।

আলমডাঙ্গার মুন্নি যাতা পিষেই লাখপতি

‘ভেজালের ভিড়ে খাঁটির খোঁজে’ এমনই উদ্যোগ নিয়ে কাজ করছেন আলমডাঙ্গার চিৎলা গ্রামের পাপিয়া সুলতানা মুন্নি, পরিবারের বড়

সন্তান সে। উচ্চমাধ্যমিকের পর বিয়ে হয়ে যায় তার। স্বামী ও এক সন্তান নিয়ে তার চলছিল সুখের সংসার ।

কিন্তু বৈশ্বিক মহামারি করোনায় কর্মহীন হয়ে পড়েন মুন্নির স্বামী। সংসারের টানাপোড়োন ও বাচ্চা নিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েন তিনি।

এরপরই তিনি সিদ্ধান্ত নেন নিজে কিছু একটা করবেন। তিনি ফেসবুক ঘাটতে ঘাটতে একদিন নিজে দাঁড়িয়ে যাবার একটা পথ খুঁজে পান। দেখা মেলে ই-কমার্স পেজের সাথে। এই পেজই তার ভাগ্য বদলে দেয়।

চলতি বছরের জানুয়ারি থেকে ‘খাঁটির খোঁজে’ নামক ফেসবুক পেইজ দিয়ে শুরু হয় মুন্নির উদ্যোক্তা জীবন। তিনি প্রথমে সম্বল হিসেবে নেন গ্রামের বাড়ির একটি যাতা। যাতায় ভাঙ্গাতে থাকেন মাসকলাইয়ের ডাল। চাল কুমড়া ও মাসকলাইয়ের ডালের মিশ্রণে তৈরী করতে থাকেন খাটি কুমড়া বড়ি। দেদারছে বিক্রি হতে থাকে খাটি এই বড়ি।

এরপর তিনি আরও আত্মবিশ্বাসী হয়ে বিক্রি শুরু করেন সব রকমের কৃষি পণ্য যেমন-গমের লাল আটা, যাতায় ভাঙ্গানো মসুর ডাল, ঢেঁকি ছাটা চাউলের গুড়া, মসুর ও মাসকলাইয়ের ডাল। এছাড়াও তিনি এক সময়ের গ্রামীণ জনপদের ঐতিহ্যবাহী খাবার গুড়ের মুড়কি বানিয়েও বিভিন্ন এলাকাতে সরবরাহ করছেন।

মুন্নির ব্যবসা এখন অনেক প্রসারিত। দেশের বিভিন্ন জেলাতে অনলাইনে তার পণ্য সরবরাহ চলছে। ৯০০ টাকার পুঁজির মুন্নি এখন নিজেই লাখপতি।

মুন্নি বলেন, “আমি গ্রামের মেয়ে। ছোটবেলা থেকেই দেখতাম মা- চাচিরা যাতায় ভেঙে নানা রকমের খাদ্যদ্রব্য বানিয়ে খেতেন। আমার ব্যবসা যখন শুরু করি, তখন থেকেই ভাবতাম ক্রেতাদের কাছে কিভাবে খাঁটি পণ্য পৌঁছে দেবো।

মূলত এজন্যই সিদ্ধান্ত নিই চুয়াডাঙ্গা জেলার উৎপাদিত কৃষিপণ্য নিয়ে কাজ করার। শুরুটা ছিল কুমড়ার বড়ি ও গমের লাল আটা হোমডেলিভেরির মাধ্যমে।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত দুজন

আলমডাঙ্গার হক ফিলিং স্টেশনের সন্নিকটে গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুরে ট্রাক্টরের চাপায় পাখি ভ্যানের দুইজন আরোহী গুরুতর আহত হয়েছেন। আহতদের সংকটাপন্ন অবস্থায় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

আহত দুজন হলেন আলমডাঙ্গার খাদিমপুর ইউনিয়নের জুগিরহুদা গ্রামের মোয়াজ্জেম হোসেনের ছেলে সাহাবুল হক ও একই গ্রামের মৃত চাঁদ আলীর ছেলে রমজান আলী।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, জুগিরহুদা গ্রাম থেকে সাহাবুল হক পাখি ভ্যানে পান বোঝায় করে আলমডাঙ্গা হাটে আসছিলেন। পানের মালিক রমজান আলী ভ্যানেই বসা ছিলেন। তাদের ভ্যান আলমডাঙ্গার হক ফিলিং স্টেশনের কাছাকাছি পৌঁছালে একটি দ্রুত গতির ট্রাক্টর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ভ্যানের পেছনে সজোরে ধাক্কা দেয়। এতে ভ্যানটি সড়কের ওপর উল্টে গেলে ট্রাক্টরটি ভ্যানের ওপর উঠে পড়ে।

এ ঘটনায় ভ্যানচালক সাহাবুলের পেটের ভুড়ি বেরিয়ে গেলে অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ হয় এবং তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন। সড়কে পড়ে থাকা রমজানের পা ও বুকের ওপর দিয়ে ট্রাক্টরের চাকা চলে যায়। এতে তার একটি পা ভেঙ্গে যায়। ঘটনায় ট্রাক্টর চালক চুয়াডাঙ্গার শলুয়া বলদিয়ার ওমর আলীর ছেলে আবু শামাও আহত হন।

স্থানীয়রা আহত তিনজনকেই আলমডাঙ্গার ফাতেমা টাওয়ার হাসপাতালে ভর্তি করান। কিন্ত ভ্যান চালক সাহাবুল ও পান ব্যাপারী রমজান আলীর অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় তাদেরকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

আহত সাহাবুলের ভাই নিজাম উদ্দিন রাজশাহী থেকে জানান, রাতে দুজনকেই অপারেশন করবেন বলে ডাক্তাররা জানিয়েছেন ।

আলমডাঙ্গায় তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর নগ্ন ছবি প্রকাশে সাবেক স্বামী আটক

তালাকপ্রাপ্তা স্ত্রীর নগ্ন ছবি ফেসবুকে ভাইরাল করার অভিযোগে পুলিশের হাতে আটক হয়েছে ইবির পাটিকাবাড়ির রুস্তম নামের এক বখাটে।

জানা গেছে, গত মার্চ মাসের ২০ তারিখে কুষ্টিয়ার ইবির সাবেক সদস্য নজরুল ইসলামের ছেলে রুস্তম আলীর সাথে আলমডাঙ্গার রেল জগন্নাথপুর গ্রামের আব্দুল হান্নানের মেয়ে রিয়া মনির সাথে বিয়ে হয়। কিন্ত স্বামী রুস্তম আলী নেশাসক্ত হওয়ায় অক্টোবরের ১ তারিখে তাদের তালাক হয়ে যায়।

আব্দুল হান্নান জানান, রুস্তম তার মেয়ের নামে ফেসবুকে একটা ফেক আইডি খুলে বিয়ের পরবর্তী সময়ের কিছু নগ্ন ছবি তাতে একটা একটা করে পোস্ট দিতে থাকে। গতকাল সোমবারেও একটা ছবি পোস্ট দেয় রুস্তম আলী।

এরপর প্রতিবেশীদের পরামর্শে তিনি আলমডাঙ্গা থানায় এসে রুস্তমের নামে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ পাটিকাবাড়ি গ্রামে অভিযান চালিয়ে রুস্তমকে আটক করে থানায় নিয়ে আসে। তবে যে মোবাইলে ফেক আইডি খোলা হয়েছে সেই মোবাইল পুলিশ এখনও উদ্ধার করতে পারেনি। অভিযুক্ত রুস্তম আলী তার বিরুদ্ধে আনা অভিযোগ স্বীকার করেছে।

এসআই সুলতানুল ইসলাম জানান, অভিযুক্ত রুস্তম আলীকে আটক করা হয়েছে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে তার বিরুদ্ধে মামলার প্রক্রিয়া চলছে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির

নির্বাচন

অত্যন্ত উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হয়েছে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির নির্বাচন। ২১ নভেম্বর শনিবার সকাল ৮টা থেকে বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলে বিকেল ৪ টা পর্যন্ত। বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনায় ভরপুর নির্বাচনে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক নতুন মুখের প্রার্থীরা জয় পেয়েছেন।

সভাপতি পদে ছাতা প্রতীক নিয়ে জয়ী হয়েছেন আরেফিন মিয়া মিলন। তিনি ভোট পেয়েছেন ৩১৬ টি। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী সাবেক সভাপতি মকবুল হোসেন দোয়াত কলম প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ২৬৪টি। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আজিম উদ্দিন চাকা প্রতীকে ১৬৩ ভোট পেয়েছেন।

সহ-সভাপতি পদে একেএম এনামুল কবীর ও কামরুজ্জামান হীরা দুজনই ৪১০ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী তাইজাল হোসেন তাজু পেয়েছেন ৩৫৩ ভোট।

সাধারণ সম্পাদক পদে কামাল হোসেন আনারস প্রতীক নিয়ে ২৬২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী খন্দকার আব্দুল্লাহ আল মামুন কুঁড়েঘর প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ২৪৮ টি। অপর প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী আমিনুল ইসলাম বিশ্বাস ঘেটু বাইসাকেল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ১৯৯টি।

সহসাধারণ সম্পাদক পদে বিজয়ী দুজনের মধ্যে রফিকুল আলম গোলাপফুল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৫০২টি। অপর বিজয়ী প্রার্থী শরিফুল ইসলাম বাঘ প্রতীক নিয়ে ভোট পেয়েছেন ৩৭৭টি। তাদের নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আমিরুল ইসলাম প্রিন্স হাঁস প্রতীকে ভেঅট পেয়েছেন ৩২৪টি।

সাংগঠনিক সম্পাদক পদে আব্দুল লতিফ মই প্রতীকে ৪০৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী জনি মিয়া চেয়ার প্রতীকে ২৮৬ ভোট পেয়েছেন।

কোষাধ্যক্ষ পদে আলাউদ্দিন মোরগ প্রতীকে ৪৭৮ ভোট পেয়ে পুনরায় নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী রেজাউল হক হাতি প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ২৩৪টি।

ক্রীড়া সম্পাদক পদে বাবলুর রহমান আম প্রতীকে ৩৫৮ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আব্দুল মজিদ ফুটবল প্রতীকে ভোট পেয়েছেন ৩১৬টি। এছাড়া কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী না থাকায় ধর্মবিষয়ক সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন হাফেজ মোঃ মোতালেব হোসেন ও দপ্তর সম্পাদক পদে নির্বাচিত হয়েছেন আইয়ুবুর রহমান।

সদস্য পদে ৫৮৩ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন আব্দুল ওহাব কাবলু, জসিম উদ্দিন পেয়েছেন ৫৩২ ভোট, জাহাঙ্গীর আলম পেয়েছেন ৫২৬ ভোট, জয়নাল আবেদীন ক্যাপ পেয়েছেন ৫৫৫ ভোট, ফজলুর রহমান বিশ্বাস পেয়েছেন ৪৫১ ভোট, মীর মতিয়ার রহমান পেয়েছেন ৪৩৬ ভোট, মনিরউদ্দিন পেয়েছেন ৪৯০ ভোট, রেজাউল হক তোতা পেয়েছেন ৫২৬ ভোট, শ্রী বাপ্পী সাহা পেয়েছেন ৩৫৯ ভোট, শেখ সাদী পেয়েছেন ৩৯৭ ভোট, শফিউল হাসান মিলন পেয়েছেন ৫৪৮ ভোট ও সিরাজুল ইসলাম পেয়েছেন ৫০২ ভোট।

আলমডাঙ্গায় সড়ক দুর্ঘটনায় গরু ব্যবসায়ীর মৃত্যু

আলমডাঙ্গা-কুষ্টিয়া সড়কের কালিদাসপুর আসাননগর ব্রীজের নিকট সড়ক দুর্ঘটনায় এক গরু ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন আরো দুজন। নিহত আলমগীর হোসেন কুষ্টিয়ার আবদালপুর গ্রামের মৃত শামসুল বিশ্বাসের ছেলে।

প্রত্যক্ষদর্শী ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গতকাল বুধবার দুপুরে চুয়াডাঙ্গা-কুষ্টিয়া মহাসড়কে কুষ্টিয়া থেকে আসা একটি গরুটানা ট্রলির চাকা সড়কের একটি গর্তে আটকে গেলে পেছন থেকে আসা একটি পাওয়ারটিলার ওই ট্রলিকে ধাক্কা দেয়। এতে আলমগীর হোসেন গাড়ি থেকে ছিটকে সড়কের উপর পড়ে যান।

পেছনের পাওয়ারটিলার নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে আলমগীর হোসেনের শরীরের উপরে উঠে পড়লে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান। গরুটানা ট্রলিটি কুষ্টিয়ার আবদালপুর গ্রাম থেকে গরু নিয়ে আলমডাঙ্গার পশুহাটে

আসছিল।

এ ঘটনায় আহত হয়েছেন একই এলাকার আশরাফুল ও ফিরোজ হোসেন। স্থানীয়রা আহত দুজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করেন।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে পাওয়ারটিলারটি হেফাযতে নেয় এবং নিহত আলমগীর হোসেনের লাশ তার পরিবারের কাছে হস্তান্তর করে। পুলিশ ঘাতক পাওয়ারটিলারটিকে থানায় নিলেও এর চালক পলাতক রয়েছে।

আলমডাঙ্গায় আলোর দিশারী সেবা সংস্থার প্রণোদনা প্রদান

আলমডাঙ্গায় আলোর দিশারী সেবা সংস্থার উদ্যোগে দুস্থ ও অসহায় পরিবারের মধ্যে প্রণোদনা প্রদান করা হয়েছে।

গতকাল শনিবার উপজেলার দেঘলডাঙ্গা গ্রামের অসহায় পরিবারের মাঝে ওই প্রণোদনা বিতরণ করা হয়।

আলোর দিশারী সেবা সংস্থার সভাপতি ডাক্তার নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে চাল, ডাল, তেল বিতরণ করেন ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সচিব তোফাজ্জেল হোসেন সেন্টু।

এ সময় আরো উপস্থিত ছিলেন সদস্য শহিদুল ইসলাম , আলমঙ্গীর , বিপুল আহম্মেদ, খলিলুর রহমান প্রমুখ।